গাংনী সীমান্তে ৬ জনকে পুশইনের চেষ্টা রুখে দিলো বিজিবি

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তে নারী পুরুষ সহ ৬ জনকে পুশইন করার চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। (১১ অক্টোবর) শনিবার ভোর ৫ টার দিকে উপজেলার রংমহল সীমান্ত দিয়ে তাদের পুশইনের চেষ্টা করলে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবির প্রতিরোধের মুখে তাদের ফেরত নেয় বিএসএফ।

৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে: কর্নেল রাশেন হাসান রনি বলেন,আন্তজার্তিক সীমান্ত ১২৭ নং পিলার এলাকা দিয়ে ৪ জন নারী ও ২ জন পুরুষকে পুশইন করার চেষ্টা করে দিঘলকান্দি বিএসএফ ক্যাম্পের কমান্ডার হিমমত সিংয়ের নেতৃত্বে বিএসএফ সদস্যরা। রংমহল গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি ক্যাম্পের টহল দল বিষয়টি বুঝতে পেরে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রতিকরোধের মুখে তাদের ফেরত নেয় বিএসএফ।

তিনি আরো জানান,সীমান্তে বিজিবি কঠোর অবস্থানে রয়েছে। কোন ভাবেই পুশইন গ্রহন যোগ্য হবেনা। এসময় তিনি স্থানয়ি বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার আহবান জানান।

মেহেরপুরে ২০ বছর ধরে বন্ধ সরকারি মৎস্য পোনা উৎপাদন

মেহেরপুরে মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও মানসম্মত রেণু- পোনার সংকটে পড়েছেন জেলার মাছ চাষিরা। জেলার দুটি সরকারি মৎস্য হ্যাচারি দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদনের বাইরে থাকায় যশোর, ঝিনাইদহ, নওগাঁ ও সান্তাহারসহ দূরদূরান্তের হ্যাচারির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে তাঁদের। এতে বাড়ছে পোনা কেনা ও পরিবহন খরচ। পাশাপাশি দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার কারণে পোনা মারা যাওয়ার ঝুঁকিও বাড়ছে।

বেসরকারি হ্যাচারি থেকে পোনা কিনে পুকুরে মাছ চাষ করেও

কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাচ্ছেন না চাষিরা। তবে জেলা মৎস্য বিভাগের দাবি, জনবল পেলে পোনা উৎপাদন শুরু করা সম্ভব।

একসময় মেহেরপুরের সরকারি হ্যাচারিগুলোতেই উৎপাদিত হতো বিভিন্ন প্রজাতির মাছের রেণু ও পোনা। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এসব পোনা সরবরাহ করা হতো চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়াসহ আশপাশের বিভিন্ন জেলায়।

কিন্তু দীর্ঘদিনের অযত্ন, অব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বন্ধ থাকায় এখন অনেকটা পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে সরকারি মৎস্য হ্যাচারিগুলো। খোয়া গেছে পোনা উৎপাদনের মূল্যবান যন্ত্রপাতি। এমনকি সরকারি খামারের জমিও বেদখল হয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সরকারি মৎস্য হ্যাচারি প্রায় ২০ বছর ধরে বন্ধ। একইভাবে জেলা সদরের সরকারি মৎস্য হ্যাচারিটিও দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদনের বাইরে। ফলে জেলার ব্যাপক মাছ চাষের বিপরীতে স্থানীয়ভাবে রেণু-পোনা উৎপাদনের সক্ষমতা কার্যত অচল হয়ে আছে।

জেলা মৎস্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, মেহেরপুর সদর উপজেলায় চাষযোগ্য পুকুর রয়েছে ১ হাজার ৮২৯টি। গাংনীতে এ সংখ্যা ৩ হাজার ৯৯৫টি এবং মুজিবনগরে ৬১৪টি। অর্থাৎ, তিন উপজেলায় মোট চাষযোগ্য পুকুরের সংখ্যা ৬ হাজার ৪৩৮টি। এর বাইরে জেলায় রয়েছে আরও ১৬টি উন্মুক্ত জলাশয়। এসব জলাশয় থেকে প্রতিবছর ১৩ হাজার টন মাছ উৎপাদিত হয়, যা জেলার মাছের চাহিদা পূরণ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এসব পুকুর ও জলাশয়কে ঘিরে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার মাছ উৎপাদন করেন জেলার চাষিরা। স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি উৎপাদিত মাছ যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলায়ও। মানসম্মত পোনা উৎপাদনের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে মৎস্য হ্যাচারি তৈরি করা হলেও তা এখন মেহেরপুরবাসীর কোনো উপকারে আসছে না। ফলে মাছ চাষের জন্য প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ পোনা বাইরে থেকে কিনে আনতে হচ্ছে চাষিদের।

শুধু মাছ চাষিরাই নন, জেলা মৎস্য অধিদপ্তরও প্রতিবছর সরকারি অর্থে লক্ষাধিক টাকার মাছের পোনা সংগ্রহ করে বিভিন্ন জলাশয়ে অবমুক্ত করে। ফলে স্থানীয় সরকারি হ্যাচারিগুলো উৎপাদনে না থাকায় একদিকে সরকারি অর্থে বাইরের এলাকা থেকে পোনা সংগ্রহের প্রয়োজন হচ্ছে, অন্যদিকে স্থানীয় চাষিদেরও বেশি দামে পোনা কিনতে হচ্ছে।

মাছ চাষের মৌসুমে সময়মতো পোনা সংগ্রহ ও মজুত করতে না পারায় অনেক খামারির উৎপাদন পরিকল্পনাও ব্যাহত হচ্ছে। বাধ্য হয়ে তাঁরা যশোর, ঝিনাইদহ, নওগাঁ ও সান্তাহারসহ বিভিন্ন জেলার হ্যাচারি থেকে পোনা সংগ্রহ করছেন। দূরের জেলা থেকে পোনা আনার ক্ষেত্রে বাড়তি পরিবহন ব্যয় যেমন যুক্ত হচ্ছে, তেমনি দীর্ঘ সময় পরিবহনের কারণে পোনা মারা যাওয়ার ঝুঁকিও থাকছে। এতে শেষ পর্যন্ত মাছ উৎপাদনের খরচ বাড়ছে এবং চাষিদের লাভের সম্ভাবনা কমছে।

চাষিদের অভিযোগ, একসময় গাংনী উপজেলা সরকারি মৎস্য হ্যাচারি ছিল স্থানীয় মাছ চাষিদের অন্যতম ভরসা। এখানেই বিভিন্ন প্রজাতির মাছের রেণু-পোনা উৎপাদন করা হতো। স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পর অতিরিক্ত পোনা সরবরাহ করা হতো চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়াসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায়।

জেলার মৎস্য উদ্যোক্তা ও রেণু-পোনা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত গাংনী সরকারি মৎস্য হ্যাচারিটি চালু ছিল। ওই সময়ে বিভিন্ন ধরনের মাছের পোনা উৎপাদন করা হতো। সরকারি আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে হ্যাচারিটি বন্ধ হয়ে যায় বলে তাঁদের দাবি। হ্যাচারিটি আবার চালু করা গেলে স্থানীয় মাছ চাষিরা সরাসরি উপকৃত হবেন বলে জানান চাষি আনসার আলী।

মৎস্যচাষি জিয়ারুল ইসলাম জানান, প্রতিবছর তাঁকে বাইরের জেলা থেকে লক্ষাধিক টাকার মাছের পোনা কিনতে হয়। বেসরকারি হ্যাচারি থেকে রেণু-পোনা কিনে প্রতারিত হচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। অনেক পোনা পরিবহনের সময় মারা যায়।

মৎস্য উদ্যোক্তা আনসারুল ইসলাম বলেন, গাংনী সরকারি হ্যাচারিতে লোকবল সংকট ছিল। পাশাপাশি হ্যাচারির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার কারণে এখন সেটি পুনরায় চালু করতে অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম বলেন, মেহেরপুরে মাছ চাষের পরিধি বাড়লেও মানসম্মত পোনার জন্য এখনো বাইরের জেলার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। জেলার তিন উপজেলায় ৬ হাজার ৪৩৮টি চাষযোগ্য পুকুর রয়েছে। এর মধ্যে গাংনী উপজেলাতেই রয়েছে ৩ হাজার ৯৯৫টি, যা জেলার মোট চাষযোগ্য পুকুরের প্রায় ৬২ শতাংশ। ফলে গাংনীসহ জেলার সরকারি হ্যাচারিগুলো সচল করা গেলে স্থানীয় পোনা

সরবরাহব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে।

তিনি আরও বলেন, হ্যাচারি বন্ধ থাকার পেছনে লোকবল সংকট, যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং উৎপাদন অলাভজনক হওয়ার মতো বিষয় রয়েছে। দীর্ঘদিন উৎপাদন বন্ধ থাকায় স্থানীয়ভাবে পোনা উৎপাদনের যে সক্ষমতা ছিল, সেটিও কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা হ্যাচারিগুলোর মধ্যে জেলা সদরের সরকারি হ্যাচারিটি আগামী বছর উৎপাদনে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এটি চালু করা সম্ভব হলে জেলার চাষিদের বাইরের জেলা থেকে পোনা আনার ওপর নির্ভরতা কমবে। এতে পোনা পরিবহনের বাড়তি খরচ ও দীর্ঘপথে পোনা মারা যাওয়ার ঝুঁকি কমার পাশাপাশি মাছ চাষের উৎপাদন পরিকল্পনাও আরও সহজ হবে।

মৎস্য কর্মকর্তার মতে, স্থানীয় পর্যায়ে মানসম্মত রেণু-পোনা উৎপাদন নিশ্চিত করা গেলে একদিকে যেমন জেলার কয়েক হাজার মাছ চাষি উপকৃত হবেন, অন্যদিকে সরকারি অর্থে পোনা সংগ্রহ ও অবমুক্ত করার ক্ষেত্রেও স্থানীয় উৎসকে কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে মেহেরপুরের মৎস্য উৎপাদনে আরও গতি আসতে পারে।

চাষিদের দাবি, শুধু জেলা সদরের হ্যাচারি নয়, প্রায় দুই দশক ধরে বন্ধ থাকা গাংনী উপজেলা সরকারি মৎস্য হ্যাচারিটিও দ্রুত সংস্কার করে উৎপাদনে ফিরিয়ে আনা হোক। এতে স্থানীয়ভাবে মানসম্মত রেণু- পোনা পাওয়া যাবে, কমবে পরিবহন ব্যয় ও পোনা মারা যাওয়ার ঝুঁকি। একই সঙ্গে কমতে পারে মাছ উৎপাদনের সামগ্রিক খরচ এবং বাড়তে পারে চাষিদের লাভের সম্ভাবনা।

গাংনীতে গাছের ডাল মাথায় পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে গাছের ডাল কাটার সময় মাথায় ডাল পড়ে জিন্নাত আলী (৬০) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১০ অক্টোবর) দুপুর ৩টার দিকে গ্রামের পূর্বপাড়ার মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জিন্নাত আলী হাড়াভাঙ্গা গ্রামের পূর্বপাড়ার মৃত মতিয়ার রহমানের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জিন্নাত আলী নিজের বাগানে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে গাছের ডাল কাটছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত একটি ডাল তাঁর মাথার ওপর পড়ে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে বামন্দীর একটি ক্লিনিকে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। খোঁজখবর নিয়ে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রয়াত দুই নেতার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রবীণ রাজনীতিবিদ ইসলাম আলী মাস্টার ও সদ্য প্রয়াত এস এম শাহজাহানের স্মরণে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার রাত ৮টায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আনসারুল হক, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ বাকা বিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হাসান

মিন্টু, জেলা যুবদলের সহসভাপতি এস এ খান শিল্টু, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি শামীম হাসান এবং পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জার্জিস ইউসুফ রৌমিকসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান মরহুম ইসলাম আলী মাস্টার ও এস এম শাহজাহানের রাজনৈতিক অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, মেহেরপুরের রাজনীতি ও বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রমে তাঁদের অবদান নেতাকর্মীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁদের আদর্শ ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ভবিষ্যতেও নেতাকর্মীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

তিনি মরহুমদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

আলোচনা সভায় অন্যান্য বক্তারাও মরহুমদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য দেন। তাঁরা বলেন, মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে মেহেরপুরের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মৃত্যুতে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

অনুষ্ঠান শেষে মরহুম ইসলাম আলী মাস্টার ও এস এম শাহজাহানের রুহের মাগফিরাত এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরে সার ডিলার নিয়োগে দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির মচ্ছব

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিনে মেহেরপুর জেলায় সার ডিলার নিয়োগে দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে। জেলার ৩ উপজেলা ও দুই পৌরসভায় ২২ জন নতুন ডিলার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এ ডিলার নিয়োগকে কেন্দ্র করে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটিকে প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের মত করে তালিকা করেছেন বলে অভিযোগ

মহাজনপুরে পেয়েছেন আনোয়ার হোসেনের রানা ট্রেডার্স।

গাংনীতে পৌরসভায় পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ইন্সারুল হক ইন্সুর স্ত্রী মা রুমা খাতুন, কাথুলি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলমের ভাইয়ের ছেলে স্বাধীন খানের স্বাধীন ট্রেডার্স, তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম, কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শাহাবদ্দিননের জে আর কাউন্টার, মঠমোড়ায় ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য সচিব মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলামের এন আর এন্টারপ্রাইজ, রায়পুর ইউনিয়নে উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদাল হোসেনের স্ত্রী শান্তিয়ারা খাতুনের হক ট্রেডার্স, ষোলটাকায় ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলামের কামরুল ট্রেডার্স, সাহারবাটি বিএনপি নেতা নাঈম মোবাশ্বের।

জেলা নিয়োগপ্রাপ্ত সার ডিলারদের অধিকাংশরায় কখনো কোন ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলো না। দলীয় প্রভাব ও মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে তারা এ ডিলার নিয়োগ পেয়েছেন বলে বিএনপির একাধিক নেতা নাম প্রকাশ না করার সূত্রে জানিয়েছেন। এমনকি যারা পেয়েছেন তাদের দলের জন্য তেমন কোন অবদান নেই বলেও অনেকে অভিযোগ তুলেছেন।

এদিকে নিয়োগ প্রকাশের পর থেকে বিএনপির নেতাকর্মীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক স্ট্যাটাস ও মন্তব্য করেছেন। তার মধ্যে থেকে কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হলো।

বিএনপি নেতা কাজী মিজান মেনন তার ফেসবুকে লিখেছেন,“ বিগত ১৭ বছর আন্দোলনে আমি ছিলাম ১ নাম্বার। আমাকে ৩১ জনের মধ্যেও রাখা হয়নি। পৌর কাউন্সিলে ৯০% ভোট আপমার থাতা সত্ত্বেও জালিয়াতি করে আগে থেকে ব্যালট বাক্স ভরে রেখে আমাকে হারানো হয়েছে। সার ডিলারের আমি ছিলাম ১ নাম্বার, পাঁচদিন যাবত প্রশাসনকে প্রচন্ড চাপ দিয়ে আমাকে ২ নাম্বার করা হয়েছে। এসইসব আমার বড় ভাই কামরুল গংদের কেরামতি। আমির এসব কিছুর সুষ্ঠ তদন্ত ও বিচার চাই।”

বিএনপি নেতা কাজী মিজান মেননের স্ট্যাটাস শেয়ার করে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন লিখেছেন,“ খুবই দুঃখ জনক! স্বার্থ আর টাকার কাছে ত্যাগের কোন মুল্য নেই। এবারের সার ডিলার নিয়োগ ইতিহাসের সেরা নেক্কার জনক ঘটনা। সরকার ও সরকার দলীয় লোকজনের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।”

সাইফুল ইসলাম নামের এক ব্যবসায়ী তার প্রোফাইলে লিখেছেন, “সার ডিলার নিয়োগে ইতিহাসের সেরা দলীয়করণ করা হয়েছে। “

প্রিন্স মাহমুদ লালন নামের একজন ফেসবুকে লিখেছেন, “কুতুবপুর ইউনিয়নে শুধু ফয়েজ সাহেব বিএনপি করে বাকি সবাই …. সার ডিলার পাবে ফয়েজ, নেতা হবে ফয়েজ, কলেজের দায়িত্বে ফয়েজ, সব ফয়েজ খাক।”

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় নির্বাহী সভাপতি নাজমুল হক লিটন বলেন, “আমার ছোট ভাই দির্ঘদিন সার ও কিটনাশকের ব্যবসা করে। অথচ তাকে না দিয়ে উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মহাম্মদের ভাই সদ্য অবসরে যাওয়া শিক্ষক এনামুল হককে কুতুবপুরে সারের ডিলার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।”

মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাহী সদস্য আনোয়ারুল হক কালু বলেন,“ আমি গতমাস পর্যন্ত জেলা সার বীজ মনিটরিং কমিটির ব্যাবসায়ী প্রতিনিধি হিসেবে সদস্য ছিলাম। কোনো কারণ ছাড়াই সেই কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি করা হয়। এবং সেখানে চেম্বারের কোনো সদস্যকে রাখা হয়নি। সারের ডিলার হিসেবে যারা মনোনীত হয়েছে বেশির ভাগ জনের ব্যবসায়ী হিসেবে পূর্ব অভিজ্ঞতা নাই। নিজেরা ভাগাভাগি করে স্বজনপ্রীতির চুড়ান্ত নজির সৃষ্টি করেছে।”

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সদর উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি বাবলু সুত্রধর বলেন, “কমিটিতে আমি একা নয়, সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে জেলা কমিটি অধিকতরও যাচাই বাছাই করতেই পারতেন।”

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান বলেন,“ দলীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থরা যাতে সরকারি সুযোগ সুবিধা পাই সেরকম লক্ষ্য নিয়ে সার ডিলার পেয়েছেন। তাছাড়াও সরকারি বিভিন্ন দপ্তর তাদের তদন্ত করে যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই ডিলার নিয়োগ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এক সাথে তো সকলকে সুবিধা দেওয়া যাবে না, যে কারণে যারা পাইনি তারা এনিয়ে নানা কথা বলবেই।”

জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, “সার ডিলার নিয়োগ প্রক্রিয়া কৃষি অফিস ও জেলা প্রশাসন ভালো বলতে পারবে। এখানে আমাদের কোন করণীয় ছিল না। দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা আপনিই প্রথম তুললেন। আর কেউ কোন অভিযোগ আমার কাছে করেনি।”

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি

শিল্পি রানী রায় বলেন, “উপজেলা কমিটি যাচাই বাছাই শেষে যে তালিকা পাঠিয়েছে সেই তালিকা আমরা পাঠিয়েছি। জেলা কমিটির যাচাই বাছাই করেনি। তবে ডিলার নিয়োগ নিয়ে কেউ কোন অভিযোগ করলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগ করে বলেন, “সার ডিলার নিয়োগে শতভাগ দলীয় করণ ও অব্যবসাদারদের দেওয়া হয়েছে এবং বিএনপির নেতারা ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছেন। ”

মেহেরপুরে চড়া দাম সবজি ও মাছের, টমেটো ২৫০ টাকা

মেহেরপুরের বাজারে টমেটোর কেজি ২৫০ টাকা। সরবরাহ কম থাকায় টমেটোর পাশাপাশি কয়েকটি সবজির দামও চড়া। মাছের বাজারেও স্বস্তি নেই। সরবরাহ সংকটে বাড়তি দামে মাছ কিনতে হচ্ছে ক্রেতাদের। এতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে গিয়ে চাপে পড়ছেন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, সবজি, মাছ, মাংস, চাল, ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে মিশ্র পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অধিকাংশ সবজির দাম তুলনামূলক বেশি। বিশেষ করে টমেটো, গাজর, আদা, শিম ও ফুলকপির চড়া দাম ক্রেতাদের বাড়তি চাপে ফেলেছে। তবে কিছু সবজির দাম রয়েছে তুলনামূলক কম।

বাজারে খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৫০ টাকা, রসুন ১০০ টাকা, কচু ৪০ টাকা, টমেটো ২৫০ টাকা, কাঁচামরিচ ৯০ টাকা, বেগুন ৮০ টাকা, আদা ১৬০ টাকা, শসা ৫০ টাকা, কলা ৫০ টাকা, আলু ২৫ টাকা, লাউ ৪০ টাকা, পেঁপে ২০ টাকা, বরবটি ৫০ টাকা, গাজর ১৫০ টাকা, ওল ৫০ টাকা, লালশাক ৪০ টাকা, পটল ৪৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৪০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৬০ টাকা, ঝিঙে ৫০ টাকা, করলা ৫০ টাকা, কাঁকরোল ৫০ টাকা, পুঁইশাক ২৫ টাকা, শিম ১২০ টাকা, ফুলকপি ১২০ টাকা, মুলা ৩০ টাকা ও বিটরুট ১৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৪০ টাকা, রসুন ৮৫ টাকা, কচু ৩০ টাকা, কাঁচামরিচ ৭৫ টাকা, বেগুন ৬৫ টাকা, আদা ১৪০ টাকা, শসা ৪০ টাকা, কলা ৩৮ টাকা, আলু ১৯ টাকা, লাউ ২৫ টাকা, পেঁপে ১০ থেকে ১২ টাকা, বরবটি ৪০ টাকা, গাজর ১২৫ টাকা, ওল ৩৮ টাকা, লালশাক ৩০ টাকা, পটল ৩৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৩২ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৪৫ টাকা, ঝিঙে ৪০ টাকা, করলা ৪০ টাকা, কাঁকরোল ৪০ টাকা, পুঁইশাক ১৬ টাকা, শিম ৯০ টাকা, ফুলকপি ৯০ টাকা, মুলা ২০ টাকা ও বিটরুট ১১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সবজি বিক্রেতা জাব্বার মিয়া বলেন, বাজারে কয়েক ধরনের সবজির সরবরাহ কম থাকায় দাম বেড়েছে। বিশেষ করে টমেটোর সরবরাহ কম থাকায় দাম অনেক বেশি। সরবরাহ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এসব সবজির দাম কমার সম্ভাবনা কম।

ক্রেতা সবুজ মিয়া বলেন, “বাজারে টমেটোর দাম কেজিপ্রতি ২০০ টাকারও বেশি। প্রায় সব ধরনের সবজির দামই বাড়তি। প্রয়োজনীয় সবজি কিনতে গিয়ে আমাদের মতো সাধারণ ক্রেতাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।”

মেহেরপুর তহ-বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বলেন, গত কয়েক দিনের অতিরিক্ত বৃষ্টিতে সবজি ও ফলমূলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এতে বাজারে সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম কিছুটা বেড়েছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় পরিবহন ব্যয়ও বেড়েছে। ফলে আগের তুলনায় বেশি খরচে পণ্য বাজারে আনতে হচ্ছে। এ কারণে অনেক ব্যবসায়ী কম পরিমাণে পণ্য আনছেন।

তিনি আরও বলেন, ইদানীং গ্রামের বিভিন্ন মাঠ থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সরাসরি সবজি কিনে বিক্রি করছেন। এতে শহরের বাজারে সবজির সরবরাহ কিছুটা কমছে। সব মিলিয়ে বাজারে দামের ওপর চাপ তৈরি হয়েছে। জ্বালানি তেলের দাম যে অনুপাতে বেড়েছে, পরিবহন ভাড়াও সে অনুপাতে সমন্বয়ের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। অন্যথায় অতিরিক্ত পরিবহন ব্যয়ের চাপ শেষ পর্যন্ত ভোক্তাদের ওপরই পড়বে।

মাছের বাজারেও চড়া দাম

সবজির পাশাপাশি মাছের বাজারেও চড়া দাম বিরাজ করছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, মাছের সরবরাহ কম থাকায় দাম কমছে না। শুক্রবার অন্য দিনের তুলনায় বেচাকেনা কিছুটা ভালো হলেও খুচরা বাজারে ক্রেতাদের উপস্থিতি প্রত্যাশার তুলনায় কম।

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি বড় রুই ৫০০ টাকা, বড় সিলভার কার্প ২৫০ টাকা, তেলাপিয়া ২২০ টাকা, পাঙ্গাস ১৯০ টাকা, বড় গ্লাস কার্প ৪০০ টাকা, মাঝারি ইলিশ ৮৫০ টাকা, বড় কাতলা ৪০০ টাকা, দেশি চিংড়ি ১ হাজার টাকা, জিউল মাছ ৪০০ টাকা, কই ২০০ টাকা ও বাটা মাছ ২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি বড় রুই ৪৭০ টাকা, বড় সিলভার কার্প ২৩০ টাকা, তেলাপিয়া ১৯০ টাকা, পাঙ্গাস ১৬৫ টাকা, বড় গ্লাস কার্প ৩৪০ টাকা, মাঝারি ইলিশ ৮০০ টাকা, বড় কাতলা ৩৬০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৯০০ টাকা, জিউল মাছ ৩৩০ টাকা, কই ১৮০ টাকা ও বাটা মাছ ১৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মাছ বিক্রেতা বকুল হালদার বলেন, গত সপ্তাহের মতোই মাছের বাজার রয়েছে। সরবরাহ কম থাকায় দাম কমছে না। শুক্রবার বেচাকেনা তুলনামূলক ভালো হলেও খুচরা বাজারে ক্রেতার উপস্থিতি কম। ফলে প্রত্যাশা অনুযায়ী বিক্রি হচ্ছে না।

মাছের ক্রেতা মাফুজুর রহমান বলেন, “আমি একজন ছাত্র। প্রায় প্রতি শুক্রবার বাজার করতে আসি। কয়েক সপ্তাহ ধরে মাছের দাম বেশি দেখছি। এ দামে মাছ কেনা আমার মতো সাধারণ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষের জন্য বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।”

মাংস, মুরগি ও নিত্যপণ্যের বাজার

মাংসের বাজারে প্রতি কেজি খাসির মাংস ১ হাজার ১০০ টাকা, গরুর মাংস ৮০০ টাকা এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এ ছাড়া প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি ১৯০ টাকা, সোনালি মুরগি ৩০০ টাকা, লেয়ার মুরগি ৩৮০ টাকা, দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা, চিনাহাঁস ৪৫০ টাকা, পাতিহাঁস ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং রাজহাঁস ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লাল সন্না চাল ৫০ টাকা, আটা ৫০ টাকা, মসুর ডাল ১২০ টাকা, কলাই ডাল ২০০ টাকা, মটর ডাল ৬০ টাকা, ছোলা ডাল ১১০ টাকা এবং চিনি ১১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সব মিলিয়ে সবজি ও মাছের সরবরাহে ঘাটতি এবং পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে বাজারে দামের চাপ রয়েছে। বিশেষ করে টমেটোর অস্বাভাবিক

উচ্চমূল্য ক্রেতাদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে আনতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ক্রেতারা।

গাংনী সীমান্তে ৪ জনকে পুশ-ইনের চেষ্টা, পিছু হটল বিএসএফ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার শেওড়াতলা সীমান্ত দিয়ে দুই পুরুষ, এক নারী ও এক শিশুসহ চারজনকে বাংলাদেশে পুশ-ইনের চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তবে বিজিবির তৎপরতা ও স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে ওই চারজনকে ভারতের অভ্যন্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যায় বিএসএফ।

শুক্রবার ভোর ৩টার দিকে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর আওতাধীন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার শেওড়াতলা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় সীমান্ত পিলার ১৪৪/৪-এস এর কাছে এ ঘটনা ঘটে।

৪৭ বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানায়, ভারতের ১১ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের বিজয় মাঠপাড়া ক্যাম্পের সদস্যরা চারজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে বাংলাদেশে পুশ-ইনের চেষ্টা করেন। গোয়েন্দা তথ্য ও সীমান্তে বিজিবির টহল দলের সতর্ক অবস্থানের কারণে বিষয়টি দ্রুত শনাক্ত হয়। পরে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় বিজিবি সদস্যরা ওই চেষ্টা প্রতিহত করেন।

ঘটনার পর দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিএসএফের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় বিজিবি। পাশাপাশি ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদলিপি পাঠানোর কার্যক্রমও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিজিবি জানায়, শুক্রবার সকাল ৬টার দিকে সীমান্তের ১০৪ নম্বর গেট দিয়ে বিএসএফ সদস্যরা ওই চারজনকে ভারতের অভ্যন্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। বিশেষ সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, তাঁরা বর্তমানে বিজয় মাঠপাড়া

বিএসএফ ক্যাম্পে অবস্থান করছেন।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি বলেন, ‘সীমান্তে সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সীমান্তে নজরদারি জোরদার রাখা হয়েছে।

শেওড়াতলা সীমান্তে পুশ-ইনের চেষ্টার বিষয়টি শনাক্ত হওয়ার পরপরই টহল দল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় বিএসএফের সেই চেষ্টা প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘সীমান্তে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কোনোভাবেই কাম্য নয়। বিষয়টি পতাকা বৈঠকে উত্থাপন করে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদলিপি পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

মেহেরপুর থেকে ছিনতাই ট্রাক দামুড়হুদা থেকে উদ্ধার

মেহেরপুরের শতাব্দী ফিলিং স্টেশন থেকে ট্রাক হেলপার নাহিদ হাসানকে(২১) হাত-পা বেঁধে ট্রাক ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে।

তবে পালিয়ে যাওয়ার পথে দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহ ইউনিয়নের তালসারী কাঁচা রাস্তা নামক স্থানে এসে ট্রাকটি খাদে আটকে যায়। পরে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে গেলেও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় হেলপারকে ফেলে রেখে যায়।

শুক্রবার সাড়ে ৬টার দিকে তালসারীর কাঁচা রাস্তা থেকে ট্রাকসহ হেলপারকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা।

ট্রাক হেলপার নাহিদ হাসান বলেন, ঘটনাটি ঘটে আনুমানিক রাত ১টার দিকে আমাকে মেহেরপুরের শতাব্দি ফিলিং স্টেশন থেকে হাত-পা বেঁধে ৩

জন দুর্বৃত্ত ট্রাক নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে।

ট্রাক হেলপার নাহিদ হাসান মেহেরপুরের খন্দকার পাড়ার ছাব্দার আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ট্রাকটি ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়ার সময় তালসারী কাঁচা রাস্তার একটি স্থানে এসে খাদে আটকে যায়। এ সময় দুর্বৃত্তরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় এবং হেলপার নাহিদ হাসানকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ফেলে রেখে যায়।

এদিকে ঘটনাটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে ট্রাকের মালিক মুজুল হোসেন ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরে তিনি ট্রাকসহ হেলপারকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। এ ঘটনায় তিনি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি বলে জানা গেছে।

ছিনতাইয়ের অভিযোগ ওঠা ট্রাকটির নম্বর ঢাকা মেট্রো-ট-২০-৭৬৩৭। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান,রাতের আঁধারে ট্রাক ছিনতাই এবং একজন শ্রমিককে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে যাওয়ার এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ ঘটনায় জড়িতদের পরিচয় ও ছিনতাইয়ের পেছনের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

গাংনীতে মেছো বিড়ালের ৩ শাবক উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের মাঝেরগ্রামের একটি কবরস্থানের পাশ থেকে তিনটি মেছো বিড়ালের শাবক উদ্ধার করেছেন স্থানীয় কয়েকজন যুবক।

বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) সকালে কবরস্থানের পাশে কয়েকজন কৃষক শাবকগুলোকে ঘোরাফেরা ও খেলাধুলা করতে দেখেন। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় কয়েকজন যুবক সেখানে গিয়ে শাবক তিনটি উদ্ধার করেন।

স্থানীয়দের ধারণা, আশপাশের কোনো ঝোপঝাড় কিংবা গর্ত থেকে বের হয়ে শাবকগুলো কবরস্থানের পাশে চলে এসেছে। এ সময় শাবকগুলোর মা-ও

কাছাকাছি কোথাও থাকতে পারে বলে তারা ধারণা করছেন।

বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছাড়া শাবকগুলোকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া বা লোকালয়ে ছেড়ে দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিষয়টি ইতোমধ্যেই বন বিভাগকে জানানো হয়েছে। কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে শাবক উদ্ধারের বিষয়ে বক্তব্য জানতে মেহেরপুর বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এস টি হামিম হায়দারকে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

মেহেরপুরের প্রবীণ সাংবাদিক সদরুল আনাম আর নেই

মেহেরপুরের প্রবীণ সাংবাদিক ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক দপ্তর সম্পাদক সদরুল আনাম (৭৫) আর নেই।

বুধবার রাতে ঢাকার একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তিনি জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুস সালামের দুলাভাই এবং জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনামের বাবা।

সদরুল আনাম মেহেরপুরের সাংবাদিকতায় পরিচিত একটি নাম। আশির দশকে তিনি তৎকালীন জনপ্রিয় দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৮৭ সালে দৈনিক বাংলার বাণী বন্ধ হয়ে গেলে তাঁর সাংবাদিকতা জীবনে ছন্দপতন ঘটে। পরবর্তীতে তিনি আইনজীবী আবুবকর সাহেবের সহকারী (মুহুরি) হিসেবে কাজ করেন। পেশা পরিবর্তন হলেও সাংবাদিকতা ও সংবাদজগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কখনো পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়নি।

সদরুল আনামের দীর্ঘ কর্মজীবনের সঙ্গে মেহেরপুরের সাংবাদিকতার

একটি সময়ের ইতিহাসও জড়িয়ে রয়েছে। সীমিত যোগাযোগব্যবস্থা ও প্রযুক্তির সময়ে সংবাদ সংগ্রহ, লেখা এবং তা জাতীয় পত্রিকায় পাঠানোর কঠিন সময়ে তিনি মেহেরপুরের বিভিন্ন ঘটনা ও মানুষের কথা সংবাদপত্রের পাতায় তুলে ধরেছেন।

সদরুল আনামের আর নেই খবর ছড়িয়ে পড়লে মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর সহকর্মীরা গভীর শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার তাঁর মরদেহ মেহেরপুরে আনা হবে। বাদ আসর মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।